জমা' নামায ও কতিপয় মসলা প্রসঙ্গে

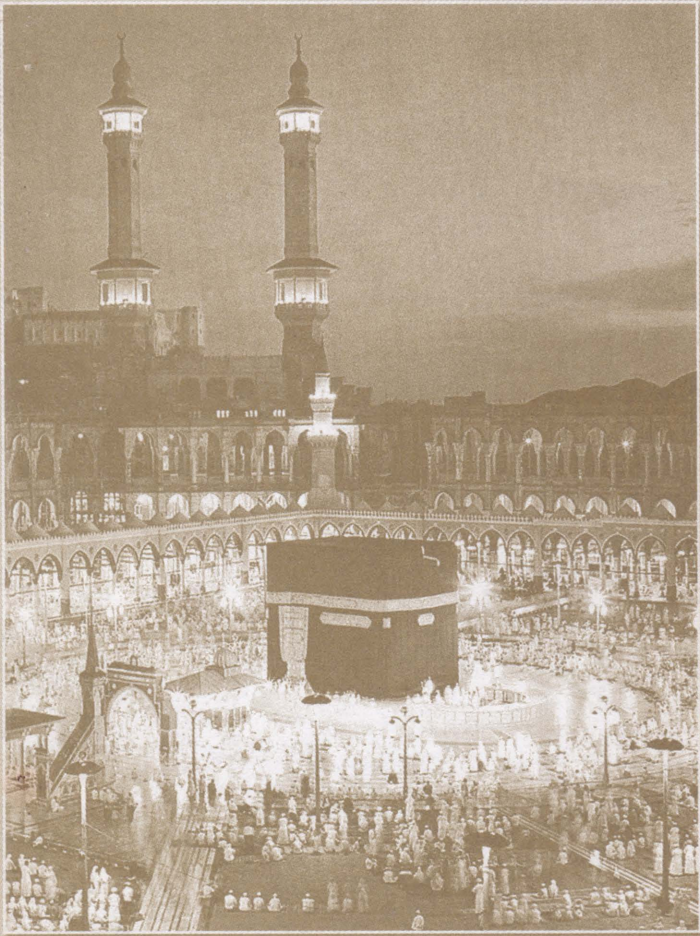

প্রকাশনায়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জমা' নামায ও কতিপয় মসলা প্রসঙ্গে

দু'টো কথা

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। এ জামাতের সদস্যসদস্যা হিসেবে আমরা প্রকৃত ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুসারী। তাই আমরা কুরআন, সুন্নত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নিয়ম কানুনাদি পালন করে থাকি। যারা ইসলামের নামে অন্যদের খোশ খেয়ালে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম কানুন পালনে অভ্যস্ত তারা অযথা এই জামাতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ছড়ায় ও অপপ্রচার করে থাকে। **জমা' নামায ও কতিপয় মসলা প্রসঙ্গে** পুস্তিকায় জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান কুরআন, সুন্নত, হাদীস ও যুক্তির ভিত্তিতে ওসব মিথ্যার অসারতা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ্‌ তাঁর এ শুভ প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করুন এই আকুতি জানাচ্ছি। এই পুস্তিকার পান্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী। তা ছাড়া এই পুস্তিকা প্রকাশনায় যারা যেভাবে জড়িত আছেন তাদের আল্লাহতাআলা যথোপযুক্ত পুরস্কারে ভূষিত করুন তাঁর দরবারে দরদে দিলে এ দোয়া করছি। হে আল্লাহ্‌! তুমি তা কবুল করো। আমীন।

খাকসার

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

তারিখ ঃ

১৪ শ্রাবণ, ১৪০০ সাল

২৯ জুলাই, ১৯৯৩

প্রকাশনায় ঃ
প্রকাশনা বিভাগ
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা- ১২১১

পুস্তকাকারে ও বর্ধিতাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ
১০ই সফর- ১৪১৪
১৫ই শ্রাবণ- ১৪০০
৩০শে জুলাই- ১৯৯৩

সংখ্যা ৩,০০০ কপি

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
১৫ জমাঃ আউঃ ১৪২৭
৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৩
১৩ জুন, ২০০৬

সংখ্যা ২,০০০ কপি

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েট্‌স
৫৬/৫ ফকিরের পুল বাজার
মতিঝিল, ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

জমা' নামায ও কতিপয় মসলা প্রসঙ্গে

নবী-রসূলের অন্তর্ধানের পর যতই দিন যেতে থাকে ততই তাঁর অনুসারীদের মাঝে ধর্মের অনুশাসনাদি নিয়ে বিভ্রান্তি এবং বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়। আমাদের পূর্বে বনী ইসরাঈলের কথাই ধরা যাক না কেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর পর তারা ধর্মীয় বিধানকে 'পিঠের পিছনে' ফেলে খুঁটি-নাটি বিষয় নিয়ে নিজেদের কতগুলো মনগড়া বিধান রচনা করে, এমনকি হালাল জিনিষকে হারাম করে নেয়। উম্মতে মুহাম্মদীয়াও এথেকে পিছনে নেই। তারা হালাল জিনিষকে হারাম করেনি বটে কিন্তু ধর্মীয় বিধানের কোন কোন ক্ষেত্রে সহজ ও সরলতায় অহেতুক কাঠিন্য ও বাড়াবাড়ি সৃষ্টি করেছে এবং নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করেছে তথা বিদআত সৃষ্টি করেছে। অথচ আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন– কুল্লো বিদ্‌আতিন যালালাতুন আয্ যালালাতুন ফিন্নার অর্থাৎ সব রকম বিদ্‌আত (নবসৃষ্টি) পথভ্রষ্টতা আর পথ ভ্রষ্টতা আগুনে (নিয়ে যায়)।

বিদ্‌আত বা নতুন সৃষ্টির মাঝে আমরা নামাযের নিয়্যত সম্বলিত বাক্যাদি, নামায শেষে হাত উঠিয়ে মোনাজাত এবং যা বাদ দেয়া হয়েছে এর মাঝে মসজিদে মেয়েদের বাজামাত নামায পড়া থেকে বঞ্চিত রাখা, সফরে রোযা রাখা এবং প্রযোজনে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে জমা' করে না পড়ার কথা উল্লেখ করতে পারি।

আখেরী যুগে যে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আসবেন তাঁর কাজ হবে 'ইউহ্‌য়িদ্দীনা ওয়া ইউকীমুশ্ শারীয়াহ্' অর্থাৎ তিনি ধর্ম তথা ইসলামকে যিন্দা করবেন এবং শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করবেন। আজ মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মসলা মাসায়েল নিয়ে যে মতভেদ দেখা যায় এতে আসল বিষয় সম্বন্ধেই অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। কিন্তু এসব সমাধানের লক্ষ্যে উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে একজন হাকাম ও আদেল অর্থাৎ ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারীর আবির্ভাবের কথা আছে। যথাসময়ে ইসলামে সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদরূপে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) আবির্ভূত হয়েছেন। তিনিই এ যমানায় ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী। তিনি এসে ইসলামের অভ্যন্তরে যেসব মতভেদ ও বিদ্‌আত সৃষ্টি হয়েছিল এর সঠিক সমাধান দিয়েছেন। যা বাদ দেয়ার তা বাদ দিয়েছেন

আর যা অযথা বাদ দেয়া হয়েছিল তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর অনুসারী আহমদীয়া মুসলিম জামাত মসলা মাসায়েলের ব্যাপারে যখন তাঁকে অনুসরণ করে তখন নবাগত আহমদী বা যারা এখনও এ জামাতে আসেননি তাদের কাছে এসব নতুন বলে মনে হয় এবং তারা বিপাকে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে এগুলো নতুন নয়। তাদের বিপাকমুক্ত করার লক্ষ্যে এ বিষয়গুলো সম্বন্ধে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা যাচ্ছে ঃ

নামাযের নিয়্যত ঃ

নামাযের উদ্দেশ্যে নিয়্যত করা জরুরী। নিয়্যত অর্থ মনের সংকল্প বা ইচ্ছা। এর সম্পর্ক অন্তরের সাথে। এ করার বিষয় পড়ার বিষয় নয়। কোন কাজ করার পূর্বে একজন লোকের মনে স্বভাবতই কাজটির স্বরূপ, প্রকৃতি, কিভাবে কখন করবে বা করতে হবে তা জাগরূক থাকে। সুতরাং তাকে মুখ দিয়ে তা বলার প্রয়োজন হয় না। আহমদী মুসলমানগণ নামাযের পূর্বে নামাযের ওয়াক্ত, কি নামায এবং কত রাকাআত নামায ইত্যাদি প্রসঙ্গে মনে মনে সংকল্প করে নেয়। প্রচলিত ধরা বাঁধা কতগুলো বাক্য তারা উচ্চারণ করা অত্যাবশ্যক মনে করেন না। কেননা, হুযূর পাক (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম এগুলো পাঠ করেছেন বলে কোন সনদ নেই। অথচ বাজারে যেসব নামায শিক্ষা, কায়দা বা পঞ্জিকা দেখা যায় এতে ধরা বাঁধা কতগুলো নিয়্যত দেখতে পাওয়া যায়। একজন শিক্ষানবীশকে এগুলো শিখতে কত যে পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এ বিদ্‌আতের পিছনে সময় ব্যয় না করে তারা যদি নামাযের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে শিখে তাহলে বোধ করি তাদের নামায পড়া সার্থকতার পথে একধাপ অগ্রসর হতে পারবে। নিয়্যতের ব্যাপারে হযরত ইমাম গায্‌যালী (রহঃ)' তাঁর প্রণীত 'কিমিয়ায়ে সাদত' পুস্তকের ইবাদত খন্ডে যথার্থই বলেছেন– 'নিয়্যত করার বিষয় পড়ার বিষয় নয়'।

ইকামাত ঃ

জামাতে নামায পড়ার পূর্বে ইকামাত দিতে হয়। এর অর্থ এই নামায এখনই শুরু হতে যাচ্ছে। এ প্রসংগেও আহমদীগণ আঁ হযরত (সঃ)-কেই অনুসরণ করে থাকেন। কিন্তু সুন্নাহ্ ওয়াল জামাত আযান ও ইকামাতকে এক প্রকার করে ফেলেছেন। এর কোন সনদ আছে বলে আমাদের জানা নেই। মানুষের বিবেকবুদ্ধিও একথায় সায় দেয় যে, আযান ও ইকামাতে কোন পার্থক্য থাকা আবশ্যক। এ প্রসংগে আমরা মাত্র বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসখানা উদ্ধৃত করতে চাই ঃ

'আন আনাসেন ক্বালা উমেরা বেলালুন আন ইয়াশফাআল আযানা ওয়া আন্ ইউতিরাল ইকামাতা ক্বালা ইসমাঈলু ফাযাকারতুহু লি আইউবা ফাক্বালা ইল্লাল ইকামাতা অর্থাৎ আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ আযানের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় এবং ইকামাতের বাক্যগুলো একবার করে বলার জন্যে বেলালকে আদেশ দেয়া হয়েছিল। ইসমাঈল বলছেন, আমি আইউবের কাছে একথা বলার পর তিনি বললেন, ঠিকই, তবে 'কাদকামাতিস্ সলাহ্' দু'বার বলতে হবে।

(আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল্ বুখারীর বঙ্গানুবাদ ঃ ২৭৮ পৃষ্ঠা)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত আঁ হযরত (সঃ)-এর উপরোক্ত হাদীসের অনুসরণ করে। আহলে হাদীস ও অন্যান্য কোন কোন ফেরকাও এ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। হজ্জের সময় টিভিতে যে নামায প্রচারিত হয় এতেও এরূপ ভাবেই ইকামাত বলা হয়।

হাত বাঁধা ঃ

নামাযে দাঁড়িয়ে নিয়্যত করার পর 'তকবীরে তাহরীমা' অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবর' বলে হাত বাঁধতে হয়। এ হাত বাঁধা নিয়ে উম্মতের মাঝে বহু মতভেদ রয়েছে। কেউ বুকের ওপর হাত বাঁধেন, কেউ নাভীর নিচে, এমন কি কেউ হাত ছেড়ে দিয়েও নামায পড়েন, যেমন শিয়া ও মালিকী সম্প্রদায়। হাত বাঁধা সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেন, 'যদিও হাত ছেড়ে দিয়ে নামায পড়া কোন হাদীস দিয়ে প্রমাণিত হয় না আর হাত বেঁধে দন্ডায়মান হওয়া প্রাকৃতিক নিয়মের দিক থেকে ইবাদতের জন্যে উপযোগী মনে হয়; তথাপি হাত ছেড়ে দিয়েও যদি নামায পড়া হয় তাহলে নামায হয়ে যাবে। মালিকীগণও শিয়াদের মত হাত ছেড়ে দিয়ে নামায পড়ে। মসনূন {অর্থাৎ আঁ হযরত (সঃ)-এর সুন্নত বা অনুসরণে কৃতকর্ম– প্রবন্ধকার} পদ্ধতি এটাই যা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে (অর্থাৎ হাত বেঁধে নামায পড়া)।

(ফাতাওয়া মসীহ মাওউদঃ পৃষ্ঠা– ৪৬ ফিকাহ্ আহমদীয়ার ৭৬ পৃষ্ঠার সূত্রে)

আহমদীগণ নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে হাত বাঁধে ঃ

'আন সাহলি ইব্‌নি সা'দিন (রাঃ) ক্বালা কানান্নাসু ইউ'মারুনা আন্ ইযায়ার রাজুলুল ইয়াদাল ইউমনা 'আলা যিরাইহিল ইউস্‌রা ফিস্ সলাতি অর্থাৎ

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে [রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যুগে] নামাযে ডান হাত বাম 'যিরার' ওপর স্থাপন করার জন্যে লোকদের আদেশ দেয়া হতো *(বুখারী ঃ কিতাবুস সলাত)*।

আরবী অভিধানে হাতের মধ্যমা আঙ্গুলের মাথা থেকে কনুই পর্যন্ত স্থানকে 'যিরা' বলা হয় (মিফতাহুল লুগাত, মুনজিদ ও মুফরাদাত দ্রষ্টব্য)। হাত বাঁধার সঠিক নিয়ম এই, নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর এমনভাবে রাখতে হবে যেন কব্জির ওপর কব্জি থাকে আর বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দিয়ে বাম হাত ধরতে হবে এবং বাকী ৩টি আঙ্গুল বাম হাতের পিঠের ওপর সোজাভাবে বিস্তৃত করে রাখতে হবে (ফিকাহ্ আহমদীয়া ঃ ৭৭ পৃষ্ঠা)। যুক্তির খাতিরেও বিনীত ভাব প্রকাশের জন্যে হাত এভাবে বেঁধে রাখতে হয়। কেননা, একজন নামাযী 'তকবীরে তাহরীমা' বলে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার অন্তরকে আল্লাহ্মুখী করে হাত বাঁধে।

জমা' নামায ঃ

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত আঁ হযরত (সঃ)-এর পদাংক অনুসরণে প্রয়োজনে যুহরের নামাযের সাথে আসর এবং মাগরিবের নামাযের সাথে ইশার নামায আগে বা পরে একত্রে জমা' করে পড়ে থাকে। এতে অন্যেরা মনে করেন এটা বিদ্আত বা নতুন সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে এটা বিদ্আত নয় বরং আঁ হযরত (সঃ)-এর সুন্নত থেকে এর সনদ পাওয়া যায়। নিচে কুরআন এবং হাদীস থেকে উদ্বৃতি দিয়ে আমরা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করবো ঃ

আল্লাহ্তাআলার পবিত্র কালাম কুরআন মজীদে নামাযের সময় সম্পর্কে যেসব আয়াত পাওয়া যায় এর কয়েকটি এরূপ ঃ

১। আকিমিস্ সলাতা লিদুলুকিশ্ শামসি ইলা গাসাকিল্লায়লে ওয়া কুরআনাল ফাজরে- ইন্না কুরআনাল ফাজরে কানা মাশহুদা।

অর্থাৎ– সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে রাতের ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত তুমি নামায কায়েম কর এবং প্রভাতে কুরআন পাঠ কর, প্রভাতে কুরআন পাঠ (আল্লাহ্র কাছে) নিশ্চয় গ্রহণীয় *(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯ আয়াত)*।

২। ওয়াসতাগফির লিযামবিকা ওয়াসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা বিলআশিয়্যি ওয়াল ইবকার।

অর্থাৎ- এবং তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর– তোমার (প্রতি যারা) ত্রুটি-বিচ্যুতির (অপবাদ দিয়েছে তাদের) জন্যে এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর *(সূরা আল্ মু'মিন ঃ ৫৬ আয়াত)*।

৩। **মিন ক্বাবলি সালাতিল ফজরি ওয়া হীনা তাযাউনা সিয়াবাকুম মিনায্‌যাহিরাতি ওয়ামিম বা'দি সালাতিল ইশায়ে।**

অর্থাৎ–ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরের সময় যখন তোমরা তোমাদের পোষাক খুলে রাখ এবং ইশার নামাযের পর *(সূরা নূর ঃ ৫৯ আয়াতাংশ)*।

৪। **ওয়া আকিমিস্ সলাতা তারাফাইন্নাহারি ওয়া যুলাফাম্‌মিনাল লায়ল** অর্থাৎ– এবং তুমি দিবসের দুই প্রান্তে এবং রাত্রের বিভিন্ন অংশে নামায কায়েম কর *(সূরা হূদ ঃ ১১৫ আয়াত)*।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে আমরা নির্দিষ্টভাবে নামাযের নাম এবং ওযাক্ত সম্বন্ধে সঠিক দিকনির্দেশ পাই না। কিন্তু অন্য দিকে আল্লাহতাআলা নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করার প্রতি মু'মিনদের তাকিদ দিয়েছেন। যেমন বলেছেন, **ইন্নাস সলাতা কানাত 'আলাল মু'মিনিনা কিতাবাম মাওকুতা** অর্থাৎ– নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েম করা মু'মিনদের ওপর ফরয।

(সূরা নিসা ঃ ১০৪ আয়াত)

সুতরাং নামাযের সঠিক নাম এবং নির্ধারিত ওয়াক্তের জন্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সুন্নতের প্রতি অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে, নচেৎ এ প্রসঙ্গে আমরা কেবল অন্ধকারেই হাতড়িয়ে মরবো। নবী করীম (সঃ)-এর সুন্নতের প্রতি পুরোপুরি পাবন্দ হওয়ার জন্যেও আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন মজীদে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন তিনি বলেছেন- (ক) **ওয়ামা আতা'কুমুর রসূলু ফাখুযুহু ওয়ামা নাহাকুম 'আনহু ফানতাহূ** অর্থাৎ– এবং এ রসূল তোমাদের যা দান করেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক *(সূরা আল্ হাশর ঃ ৮ আয়াত)*।

পুনরায় আল্লাহতাআলা বলেছেন, (খ) **কুল ইনকুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনী** অর্থাৎ- বল, আল্লাহকে ভালবাসলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর *(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩২ আয়াত)*।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথাই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়, নামায, রোযা ইত্যাদি অবশ্যপালনীয় বিষয়াদি এমন কি পানাহার জাতীয় ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয়াদির জন্যেও নবী-জীবনের প্রতি আমাদের পূর্ণ দৃষ্টিপাত করতে হবে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে হবে, নচেৎ ইবাদত ও মুসলিম-জীবনের পরিপূর্ণ ও অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে সক্ষম হবো না।

জমা' নামায আদায় করাও উপরোক্ত বিষয়াবলীর অন্যতম। আহমদী মুসলমানগণ প্রয়োজনে জমা' নামায আদায় করে থাকেন। পূর্বেই বলেছি, আহমদীগণ আঁ হযরত (সঃ)-এর পূর্ণ পায়রবী বা অনুসরণ করে। আগেও বলেছি, আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এসেছেন **ইউহয়িদ্দীনা ওয়া ইউকীমুশ শরীয়াহ্**– ধর্মকে পুনর্জীবিত করতে এবং শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করতে। আসুন আমরা এখন হাদীস পর্যালোচনা করে দেখার চেষ্টা করি জমা' নামাযের ব্যাপারে আঁ হযরত (সঃ)-এর সুন্নত আমাদের কি শিক্ষা দেয়ঃ

১। **'ওয়া 'আন ইব্নে আব্বাসিন ক্বলা কানা রসূলুল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা ইয়াজমাউ বায়ানাস্ সালাতিয্ যুহরে ওয়াল আসরে ইযা কানা 'আলা যাহরে সায়রেওঁয়া ইয়াজমাউ বায়নালমাগরিবে ওয়াল ইশায়ে** অর্থাৎ- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়তেন যখন তিনি সফরে থাকতেন। এভাবে তিনি মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়তেন।

(বুখারী ঃ বাবুস্ সলাত, আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত)

২। **'আন আবি আব্বাসিন (রাঃ) আন্না নাবীয়া সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা বিল মাদীনাতে সাবআন ওয়া সামানিয়ান আয্যুহ্রা ওয়াল আস্রা ওয়াল মাগরিবে ওয়াল ইশায়ে** অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সঃ) মদীনায় আট রাকাআত যুহর ও আসরের এবং সাত রাকাআত মাগরিব ও ইশাও (নামায একত্রে) পড়েছিলেন।

(তজরীদুল বুখারী ঃ কিতাবুস্ সলাত, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত)

৩। **'আন ইব্নে উমারা (রাঃ) কালা জামা'আন্নাবিউ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা বায়নাল মাগরিবে ওয়াল ইশায়ে বেজাম'ইল কুল্লো ওয়াহেদাতেম মিনহুমা বেইকামাতিওঁয়া লাম ইউসাব্বিহ্ বায়নাহুমা ওয়া 'আলা ইসরী কুল্লি**

ওয়াহিদাতিম মিনহুম অর্থাৎ– হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন নবী (সঃ) মুজদালেফাতে মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে জমা' করে পড়িয়েছিলেন । এর প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায আলাদা আলাদা তকবীরের সাথে পড়েছিলেন । কিন্তু এর আগে পিছনে বা মাঝখানে কোন নফল বা সুন্নত নামায পড়েন নি ।

(বুখারী ঃ বাবুল জাম'ই বায়না সলাতায়নে ফিল মুজদালেফাতে)

৪ । **'আন ইবনে আব্বাসিন আন্নান্নাবীয়্যা সল্লা বিল মাদীনাতে সাবআন ওয়া সামানিয়ান আয্যুহরা ওয়াল আসরা ওয়াল মাগরিবা ওয়াল ইশায়া ফাক্বালা আইউব, লায়াল্লাহু ফি লায়লাতিন মাতিরাতিন ক্বালা 'আসা** অর্থাৎ– ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত । (তিনি বলেন) মদীনাতে নবী (সঃ) যুহর ও আসরের আট রাকাআত এবং মাগরিব ও ইশার সাত রাকাআত (নামায) এক সাথে আদায় করেছেন । (বর্ণনাকারী) আইউব (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী জাবের ইবনে যায়েদকে) বললেন, বোধ হয় বাদলা দিনে নবী (সঃ) এমনটি করেছেন । (জাবের ইবনে যায়েদ জবাবে বললেন) তাই হবে হয়ত ।

(আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল্ বুখারী, ২৫৩ পৃষ্ঠা থেকে) ।

৫ । **'আন্ ইবনে আব্বাসিন ক্বালা সাল্লা রসূলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা যুহরা ওয়াল আসরা জামিয়ান ওয়াল মাগরিবা ওয়া ইশায়া জামিয়ান ফি গয়রি খাওফিন ওয়া সাফরিন'** অর্থাৎ– হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রসূল করীম (সঃ) যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার (নামায) বিনা ভয়ে এবং বিনা সফরে জমা' করে পড়েছেন ।

(সহী মুসলিম ঃ বাবু জওয়াজেল জাময়ে বায়ানাস্সালাতায়নে ফিস্ সাফরি)

৬ । **'আন্ ইবনে আব্বাসিন ক্বালা জামা'আ রসূলুল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা বায়নায্ যুহরে ওয়াল আসরে ওয়াল মাগরিবে ওয়াল ইশায়ে বিল মদীনাতে ফি গায়রে খাওফিন ওয়ালা মাতরিন ...** অর্থাৎ– হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে রসূল করীম (সঃ) মদীনাতে যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার (নামায) ভয় ও বৃষ্টি ছাড়াও একত্র করে পড়েছেন– (প্রাগুক্ত) ।

৭ । আবদুল্লাহ্ ইবনে শকীক (রাঃ) বলেন– হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদিন আমাদের মাঝে ভাষণ দিচ্ছিলেন । আসরের নামাযের বাদে সূর্য যখন অস্তমিত হলো এবং তারকারাজি দেখা গেল, তখন লোকেরা বলতে লাগলো নামায, নামায । পুনরায় বনী তামিম গোত্রের এক ব্যক্তি এলো, সে-ও বার বার

বলতে লাগলো, নামায, নামায। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমার মাতা ধ্বংস হউক, আমাকে সুন্নত শিখাতে এসেছ? পুনরায় বল্লেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা জমা' করে পড়তে দেখেছি। আব্দুল্লাহ ইবনে শকীক বলেন, আমার একটু সন্দেহ লাগল তাই আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথা সত্য– (প্রাগুক্ত)।

৮। **'আন ইবনে আব্বাসিন ক্বালা জামাআ রসূলুল্লহি সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা বায়নায্ যুহরে ওয়াল আসরে ওয়া বায়নাল মাগরিবে ওয়াল ইশায়ে বিল মাদীনাতে মিন গয়রি খাওফিন ওয়া মাতারিন, ক্বালা ফাকীলা লি আব্বাসিন মা আরাদা বেযালিকা,ক্বালা আরাদা আন লাইয়াহ্‌রুজা উম্মাতুহু** অর্থাৎ– হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মদীনাতে যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামায ভয় এবং বৃষ্টি ছাড়াও একত্র করে পড়েছেন। হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো তিনি (সঃ) কেন এ রকম করেছেন। তিনি বলেন, উম্মতের যেন কষ্ট না হয় এজন্যে।

(তিরমিযী ঃ বাবু মাজায়া ফিল জাম্‌য়ে বায়নাস্ সলাতায়নে)

৯। 'হাকাম বলেন, আমাকে আবুবকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহ্‌মদ ইবনে বালুবিয়া, তাকে মূসা ইবনে হারুন, তাকে কুতায়বা ইবনে সাঈদ, তাকে লায়েস ইবনে সাঈদ ইয়াযীদ ইবনে হাবীব থেকে, তিনি আবু তুফায়েল থেকে ও তিনি হযরত মায়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সঃ) তাবুকের যুদ্ধে যখন লিপ্ত ছিলেন তখন তিনি সূর্য হেলার আগে সফরে বের হলে যুহর বিলম্বিত করে আসরের সাথে পড়ে নিতেন। তবে যদি সূর্য হেলার পর সফর শুরু করতেন তাহলে যুহর ও আসর একসংগে পড়ে নিয়ে সফর শুরু করতেন। তেমনি যদি মাগরিবের আগে সফর শুরু করতেন, তাহলে মাগরিবকে বিলম্বিত করে ইশার ওয়াক্তে একত্রে পড়ে নিতেন, আর যদি মাগরিবের পর শুরু করতেন তাহলে ইশাও মাগরিবের সাথে পড়ে নিতেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাঃ) বলেন, 'সুতরাং যে কোন অসুবিধাকর অবস্থায় প্রয়োজনে দু'ওয়াক্তের সমাহার উত্তম'।

(হাফেয ইবনে কাইয়িম জাওজিয়া প্রণীত 'যাদুল মায়াদ' পুস্তক থেকে উদ্ধৃত- ২৯৭ পৃঃ। পুস্তকটি প্রকাশ করেছে– ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

১০। আরয (রাঃ) থেকে বর্ণিত– রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর তাবুক সফর কালে যুহর ও আসর নামায একত্রে পড়েছিলেন।

(রেওয়ায়াত– ৪০১, মোয়াত্তা ইমাম মালেক, বঙ্গানুবাদ (প্রথম খন্ড), ১৯১ পৃষ্ঠা, ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত)

'নাফি (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন কারণবশতঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দ্রুত ভ্রমণ করিতে হইত, তবে মাগরিব ও এশা একত্রে পড়িতেন' *(ঐ, রেওয়ায়াত– ৪০৩, ১৯২ পৃষ্ঠা)*।

'আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, ভয়-ভীতিজনিত কোন কারণ ছাড়া এবং সফর ব্যতিরেকে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে যুহর ও আসর একসঙ্গে এবং মাগরিব ও এশা একত্রে পড়াইয়াছেন।'

(ঐ, রেওয়ায়াত– ৪০৪, ১৯২ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি হযরত নবী করীম (সঃ) বিভিন্ন সময়ে নামায জমা' করে পড়েছেন। যেমন–

(ক) আরাফাতের ময়দানে যুহরের সাথে আসর পড়েছেন। হাজীরা হজ্জের সময় এখনও এভাবে পড়াকে সুন্নত মনে করেন,

(খ) মুজদালেফাতে ইশার সাথে মাগরিবের নামায পড়েছেন। হাজীরা হজ্জের সময় এখনও এভাবে পড়াকে সুন্নত মনে করেন,

(গ) সফর, ভয় ও বৃষ্টির সময়ে যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামায জমা' করে আগে বা পরে পড়েছেন। এ ছাড়াও ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানাদির সময়ে নামায জমা' করেছেন।

(ঘ) এমন কি তিনি খন্দকের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার কারণে কয়েক ওয়াক্তের (৪ ওয়াক্ত) নামায একত্রে আদায় করেছেন। মদীনার বোহতান এলাকায় গিয়ে তিনি তা আদায় করেছিলেন।

আখেরী যামানায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসারীগণ অবক্ষয়ের কালস্রোতে ধ্বংসের কিনারায় গিয়ে পৌঁছলে তাদের উদ্ধারকল্পে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাঝে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হওয়ার কথা আছে। তিনি প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসীহ (আঃ)। তাঁর আগমন বলতে গেলে আঁ হযরত (সঃ)-এরই দ্বিতীয় আগমন *(সূরা জুমুআ ঃ ৩ আয়াত ও বুখারী কিতাবুত্ তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

যেহেতু আঁ হযরত (সঃ)-এর সময়ে **'তকমীলে শরীয়ত'** অর্থাৎ শরীয়তের পূর্ণতা হয়েছে *(সূরা মায়েদা ঃ ৪ আয়াত)।*

তাঁর দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমে **'তকমীলে ইশায়াত'** অর্থাৎ সত্যের পূর্ণ প্রচার সাধিত হওয়ার কথা *(সূরা সাফ্ফ ঃ ৯০ আয়াত)।*

অতএব আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রথম আবির্ভাবে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাবে (মসীহ ও মাহদী হিসেবে) সে অবস্থারই সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। আঁ হযরত (সঃ)-এর সময়ে নামায জমা' করে পড়ার প্রয়োজন হয়ে থাকলে পরবর্তীতেও তা-ই হবে। হাদীসেও তাই ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে **'তুজমা'উ লাহুস্ সলাত'** (হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ননায় মুসনাদ আহমদ ও সহী মুসলিম) অর্থাৎ তাঁর জন্যে নামায জমা' করা অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর সময়ে এ রকম অবস্থার সৃষ্টি হবে যাতে নামায জমা' করে পড়ার প্রয়োজন দেখা দেবে। [সীরাতে সরওয়ারে আলম (১ম খন্ড) প্রণেতা মৌঃ আবুল আলা মৌদূদী– পুস্তকের ৩৮৯ পৃষ্ঠায়ও এ হাদীসের কথা বলা হয়েছে]

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নতুন কিছু করেনি। আঁ হযরত (সঃ)-এর পদাংক অনুসরণ করছে এবং অনুসরণ করতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ। অবশ্য একথা পরিষ্কার করে বলা দরকার বিনা প্রয়োজনে বাহানা করে নামায জমা' করে পড়ার প্রবণতাও ঠিক নয়। আল্লাহ্তাআলা এ প্রবণতা থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

'রব্বানা আমান্না বিমা আনযালতা ওত্তাবা'নার রসূলা ফাকতুবনা মায়াশ্ শাহেদীন' অর্থাৎ– হে আমাদের প্রভু! তুমি যা নাযেল করেছো আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা রসূল (সঃ)-এর অনুসরণ করেছি। অতএব তুমি সাক্ষীগণের মাঝে আমাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

মোনাজাত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুসল্লীরা নামাযের পর হাত উঠিয়ে মোনাজাত করে না বিধায় এ-ও অনেকের কাছে খট্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দীর্ঘদিন যাবৎ কোন বিদ্আত চলতে থাকলে পরিশেষে তা শরীয়তের অংগীভূত বলে অনেকে মনে করে থাকেন। নামাযের পর হাত উঠিয়ে মোনাজাত করাও এরূপ একটি বিষয়। নবী করীম (সঃ) নামাযের পর হাত উঠিয়ে মোনাজাত করেছেন বলে সুন্নত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় না। তাবেঈন ও তাবা তাবেঈনের যুগে এমনকি এখনও মক্কা মদীনায় এর প্রচলন নেই। তাই আহমদীগণ নামাযের শেষে হাত উঠিয়ে মোনাজাত করেন না। তবে নামাযের শেষে নির্ধারিত তসবীহ্সমূহ পাঠ করে থাকেন।

আঁ হযরত (সঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীস আমাদের শিক্ষা দেয় যেন আমরা নামাযের সিজদায় বেশি বেশি করে দোয়া করি। যেমন তিনি বলেছেন, **'আকরাবু মা ইয়াকূনু আব্দু-মিররব্বিহী ওয়া হুয়া সাজিদুন ফা আকসিরুদ্দুয়া'** অর্থাৎ– বান্দা তাঁর সমীপে তখন সর্বাধিক কাছে হয় যখন সে সেজদারত থাকে। অতএব তোমরা বেশি বেশি দোয়া কর।

(সহী মুসলিম ঃ কিতাবুস্ সলাত)

বান্দা নিয়্যত করে **'তকবীরে তাহরীমা'** (অর্থাৎ যা পাঠ করার পর দুনিয়ার কাজ হারাম হয়ে যায়) পাঠ করে যখন নামাযে আত্মনিয়োগ করে তখনই তার প্রভুর কাছে তার চাওয়া পাওয়ার প্রকৃষ্ট সময়। **তাসলীমাত তাহলীল** বা সালাম ফিরানো (অর্থাৎ যা পাঠ করার পর দুনিয়ার কাজ হালাল হয়ে যায়) এরপর আলাদা মোনাজাত করা নামাযের অংগ নয়।

নিম্নের একটি হাদীস থেকেও আমরা জানতে পারি আঁ হযরত (সঃ) তসলীম বা সালাম ফিরানোর সাথে নামায শেষ করতেন ঃ

'আন উম্মে সালামাতা (রাঃ) ক্বালাত কানা রসূলুল্লাহি (সঃ) ইযা সাল্লামা কামান্নিসাউ হীনা ইয়াকযী তাসলিমাহু ওয়া মাকাসা ইয়াসীরান ক্বাবলা আন্ ইয়াকূমা' অর্থাৎ উম্মে সালামা (রাঃ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন (নামায শেষে) সালাম ফিরাতেন স্ত্রীলোকেরা উঠে যেত তিনি সালাম পূর্ণ করার সময়েই এবং তিনি (নবী-সঃ) উঠে যাবার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন।

(সহী বুখারী ঃ কিতাবুস্ সলাত)

ফিকার প্রাথমিক কিতাব কুদুরীতেও লেখা আছে- **আত্তাকবীরো তাহরীমুন ওয়াত্তাসলীমো তাহলীলুন** অর্থাৎ– তাকবীর তাহরীমা দিয়ে নামায শুরু হয় ও অন্যান্য সব কাজ হারাম হয়ে যায় এবং সালাম দিয়ে নামায শেষ হয় ও অন্যান্য সব কাজ হালাল হয়ে যায়।

বাদশাহ্‌র দরবারে যখন কেউ সাক্ষাৎ করতে যায় তখনই তার চাওয়া পাওয়ার কথা বলা প্রয়োজন। কিন্তু সালাম দিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর কিছু চাওয়ার সুযোগই থাকে না আর এহেন কার্যকলাপ অশালীন বলে গণ্য। নামাযের ক্ষেত্রেও তা-ই। একজন মু'মিন নামাযের নিয়্যত করে আল্লাহ্‌তাআলার দরবারে দন্ডায়মান হয়। তার চাওয়াপাওয়ার উৎকৃষ্ট সময় ততক্ষণ যতক্ষণ সে দরবারে হাযির থাকে। সালাম ফিরানো হলে দরবার ভঙ্গ

হয়। তখন চাওয়ার সুযোগ কোথায়? সুতরাং যুক্তির দিক থেকে বিচার করলেও নামাযের পর প্রচলিত মোনাজাত সিদ্ধ নয়। অবশ্য এ কথা ঠিক বান্দার কাছে আল্লাহ্‌তাআলা সদাই উপস্থিত আছেন আর বান্দাও যেন সদা আল্লাহ্‌তাআলাকে হাযির নাযির হিসেবে জ্ঞান করে।

পরিশেষে এ কথা বলে রাখা ভাল আহমদীগণ বিবাহ-শাদীতে, সভা-সমিতির প্রারম্ভে ও শেষে, কাউকে 'আল্‌বেদা' বলার সময়ে, মৃত দাফনের সময়ে প্রভৃতি ক্ষেত্রে হাত উঠিয়ে মোনাজাত করে থাকেন। মোনাজাত করা খারাপ কাজ নয়। নামায যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশেষ মোনাজাত তাই নামাযের শেষে মোনাজাত করার প্রয়োজনই বা কি? এতে গৌণ বিষয়কে মুখ্য করে দেয়ার রাস্তা খুলে দেয়া হয় আর মানুষ নামাযের চাইতে মোনাজাতের গুরুত্ব দেয় বেশি। আজকাল এটাই দেখা যাচ্ছে।

মসজিদে গিয়ে মেয়েদের বাজামাতে নামায পড়া

মসজিদে গিয়ে মেয়েদের বাজামাতে নামায পড়া নিয়েও অনেকে অনেক সময়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে মিথ্যে ও আজেবাজে কথা বলে থাকেন। আগেই বলেছি, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুসরণে নামায ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগী করে থাকেন। হুযূর (সঃ)-এর সময়ে মেয়েরা মসজিদে গিয়ে বাজামাত নামায আদায় করতেন। এখনও হজ্জের সময়ে পুরুষ ও মহিলা একত্রে মক্কা মুয়ায্‌মায় নামাযসহ অন্যান্য ইবাদত পালন করেন। ঢাকাস্থ্ বায়তুল মোকাররম মসজিদে ওযূর স্থানের ওপরে মেয়েদের জন্যে নামায পড়ার ব্যবস্থা আছে। আরও অনেক মসজিদে আজকাল 'মহিলাদের নামাযের স্থান' সাইন বোর্ড টানানো দেখা যাচ্ছে। সুতরাং মেয়েদের মসজিদে নামায পড়া নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলেন তারা যে তাদের অজ্ঞতারই পরিচয় দেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত মসজিদে মেয়েদের বাজামাত নামায পড়ার প্রসংগে কয়েকটি দলিল পেশ করছি ঃ

(ক) কুরআন মজীদে **'ইয়াআয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ'** বলে যে আদেশ নিষেধ এসেছে এর সবটাই পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ওপর প্রযোজ্য। মহিলাদের জন্যে বিশেষ কোন আদেশ থাকলে সেখানে কেবল মাত্র তাদের উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। সূরা জুমুআয় যেখানে জুমুআর নামাযের আদেশ দেয়া হয়েছে সেখানে **'ইয়াআয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ'** বলে পুরুষ এবং মহিলা উভয়কে জুমুআর নামাযে সামেল হওয়ার জন্যে তৎপর হতে আদেশ দেয়া

হয়েছে। সুতরাং মহিলাদের মসজিদে আসা নিষেধ তা কি করে বলা যায়। বরং মেয়েদের জুমআর নামায থেকে বঞ্চিত রেখে উম্মতের এমন অর্ধেকটা অংশ পঙ্গু করে রাখা হয়েছে যাদের **'পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত'**। মনে হয় আজ যে মুসলিম উম্মাহ্ অনেকটা পেছনে পড়ে গেছে এরও অন্যতম কারণ জুমুআর খুতবা থেকে মেয়েদের বঞ্চিত রাখা। সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মুসলেমীন যে দিক-দিশারী খুতবা দেন তাথেকে উম্মতের অর্ধেককে বঞ্চিত রাখলে গোটা উম্মতকে পিছু টানার স্থায়ী ব্যবস্থারই পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত হবে, উম্মতের প্রকৃত কল্যাণ হবে না। তবে মহিলারা মসজিদে এলে অবশ্যই যেন পর্দা করে আসেন। আর এমন সাজগোজ করে, সুগন্ধি লাগিয়ে এবং অলংকারাদি পরে যেন না আসেন যাতে পুরুষগণ প্রলুব্ধ হয়। কেননা, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌তাআলার কালাম স্মর্তব্য– **ওয়ালা তাবার্‌রাজনা তাবারুজাল জাহিলিয়্যাতে** অর্থাৎ– এবং পূর্বতন অন্ধ যুগের পদ্ধতিতে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করো না।

(সূরা আহযাব ঃ ৩৪ আয়াত)

(খ) এ প্রসংগে দলীল হিসেবে ৩টি হাদীসও পেশ করতে চাই ঃ

(১) **"আন উম্মে সালামাতা (রাঃ) ক্বালাত কানা রসূলুল্লাহে (সঃ) ইয়া সাল্লামা কামান্নিসাউ হীনা ইয়াকযী তাসলীমাহু ওয়া মাকাসা ইয়াসীরান ক্বাবলা আন্ ইয়াকূমা** অর্থাৎ– উম্মে সালামা (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) (নামায শেষে) সালাম ফিরাইতেন স্ত্রী লোকেরা উঠিয়া যাইত তিনি সালাম পূর্ণ করার সময়েই, এবং নবী (সঃ) উঠিয়া যাইবার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতেন।" পূর্বেও এ হাদীসের উল্লেখ এসেছে।

(সহীহ বুখারী ঃ তজরীদ পৃঃ ২১১, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত)

(২) **আন উম্মে আতিয়াতা আন্না রসূলাল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা কানা ইউখরিজুল আবকারা ওয়াল আওয়াতিকা ওয়া যাওয়াতাল খুদূরি ওয়াল হুইয়াযা ফিল ঈদায়নে ফা আম্মাল হুইয়ায়ু নাইয়া'তাযিবিনাল মুসাল্লা ওয়াইয়াশহাদ্না দা'ওয়াতাল মুসলিমীনা ক্বালাত ইহদাহুন্না ইয়া রসূলাল্লাহে ইন্‌লাম ইয়াকুন্ লাহা জিলবাবুন ক্বালা ফালতু'রিহা উখতাহা মিন জিলবাবিহা** অর্থাৎ– হযরত উম্মে আতিয়া বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কুমারী কিশোরীদের, যুবতীদের, পর্দানশীনদের, মাসিক ঋতুবর্তী নারীদের সবাইকে দুই ঈদের নামাযে উপস্থিত করতেন। ঋতুবর্তী নারীরা নামায থেকে বিরত

থাকতেন। কিন্তু মুসলমানদের ইজতেমায়ী দোয়ায় অংশ নিতেন। একজন প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কোন মহিলার কাছে যদি চাদর না থাকে তবে? উত্তরে মহানবী (সঃ) বললেন, তার বোনের উচিত তাকে একটা চাদর দিয়ে দেয়া।

(জামে' তিরমিযী ঃ পৃষ্ঠা ২২৫, এতেকাদ পাবলিশিং হাউস, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত)

ঋতুবতী মহিলাগণ মসজিদে আসবেন না। মসজিদে ঈদের নামায হয় তাহলে তারা মসজিদের মসল্লা থেকে বারান্দায় বা ভিন্ন কক্ষে আলাদাভাবে বসবেন, খুতবা শুনবেন এবং দোয়ায় শামিল হবেন।

(৩) **'আন মুজাহেদীন ক্বালা কুন্না ইন্‌দা ইবনে উমারা ফাক্বালা ক্বালা রসূলুল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা ঈযানূলিন্নিসায়ে বেল্লায়লে ইলাল মাসাজিদি ফাক্বালাবনুহু ওল্লাহে লানা'যানু লাহুন্না ইয়াত্তাখিযনাহু দাখালান ফাক্বালা ফালাআল্লাহুবেকা ওয়া ফাআলা আকূলু ক্বালা রসূলুল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা ওয়া তাকূলু লানা'যানু** অর্থাৎ– হযরত মুজাহেদ বর্ণনা করেছেন, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ)-এর কাছে ছিলাম। তিনি বল্লেন, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা রাতের বেলায় (অর্থাৎ সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত) মহিলাদের মসজিদে নামায পড়ার অনুমতি দিও। একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরের ছেলে বল্লেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এর অনুমতি দিব না। কেননা, তারা এটিকে অশান্তির কারণ বানিয়ে ছাড়বেন। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর ছেলেকে ধমক দিয়ে বল্লেন, আল্লাহ্ তোমাকে শাস্তি দিন। আমি তোমাদের বল্লাম 'রসূল করীম (সঃ) তোমাদের এই আদেশ দিয়েছেন'। আর তুমি কিনা বলছো, 'আমি অনুমতি দিব না' *(জামে' তিরমিযী ঃ পৃঃ ২৩৪, প্রাগুক্ত)*।

কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যামানায় বাজামাত নামাযে পুরুষগণ প্রথম কাতারে, মাঝখানে শিশুরা এবং শেষে মেয়েরা দাঁড়াতেন। অবশ্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মেয়েরা মসজিদে আসেন পর্দা করে এবং তাদের নামাযের স্থানও পর্দার আড়ালে। তাদের যাতায়াতের পথও আলাদা। তারা কেবল আলাদা স্থানে আলাদাভাবে পুরুষ ইমামের পিছনে নামায আদায় করে থাকেন।

-০-

Jama' Namaz O Katipay Masla Prasange

Written by
Mohammad Mutiur Rahman

Published by
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211